দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 12 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

রাজধানীর স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা

রাজধানীর স্কুলগুলিতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সোমবার হয়েছে ১০টি স্কুলে, মঙ্গলবারে ৮টিতে আর বুধবার হচ্ছে ৭টিতে। ভর্তি চলাকালে স্কুলের সামনে অভিভাবকরা যে বিপুল জনসমাবেশ তৈরি করেছেন দৈনিক বাংলায় তার ছবি থেকেও পরিস্থিতি আঁচ করা সম্ভব। দৈনিক বাংলার রিপোর্টে বলা হয়েছে—আসনের দশগুণ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। ৪০ জনের আসনে ৪০০ জন পরীক্ষা দিয়েছে। অর্থাৎ এক ক্লাসেই ৩৬০ জন বাতিল হবে বলে ধরে নেয়া যায়। এই হারে বাতিল হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা স্কুল পর্যায়ের শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করবে। প্রতি বছরই করে।

সারাদেশের হিসাব ধরলে নিশ্চয় বলতে হবে প্রয়োজনের তুলনায় স্কুলের সংখ্যা কম। কিন্তু রাজধানী ঢাকায় স্কুলের সংখ্যা নিতান্ত কমও নয়। বিশেষ বিশেষ স্কুলের সামনে ভর্তি পরীক্ষার সময় যে বিস্ময়কর ভিড়ের উৎপত্তি হয়েছে তার কারণ নগণ্য সংখ্যক কয়েকটি স্কুলের শিক্ষার মানের ওপর অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের আস্থা রয়েছে। সবাই তার সন্তান ওই কয়েকটি স্কুলে ভর্তি করতে চায়। ঢাকায় আরো বেশ কিছু স্কুল আছে। সেসব স্কুলে ছাত্র পাওয়া যায় না। ছাত্র-ছাত্রীর অভাবে স্কুলগুলি ঠিকমত চলে না। অনেক স্কুল হয়ত শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। অন্যদিকে নামকরা কয়েকটি স্কুলে পরীক্ষা দিয়ে, তদ্বির করে, ডোনেশন দিয়ে ভর্তির জন্য কী ব্যাকুলতা!

অভিভাবক বা শিক্ষার্থীদের খুব দোষ দেয়া যাবে না। ভাল স্কুলে লেখাপড়া করতে চাওয়া কোনো অপরাধ নয়। ভাল স্কুল থেকে পাস করার ঘটনা পরবর্তী শিক্ষা জীবনকেও প্রভাবিত করবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের সমস্যা ঠিক স্কুলের অভাব সেরকম নয়, বরং বলতে হবে ভাল স্কুলের অভাব। রাজধানীর অলিগলিতে এখন অনেক স্কুলই আছে। কিন্তু এসব স্কুলে কেউ সন্তান ভর্তি করতে চায় না। সবগুলি স্কুলে শিক্ষার মান উন্নত করা হলে ভর্তি সমস্যা লঘু হবে বলে আমাদের ধারণা।

আরো একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা শুধু যে লেখাপড়ার মান দেখে আকৃষ্ট হন সবসময় একথা বলা যাবে না। নামকরা স্কুলের প্রতিও তাদের একটা ঝোঁক আছে। এই মানসিকতার পরিবর্তন করা গেলে ভাল। চেষ্টা করলে স্কুলের শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। কিন্তু রাতারাতি নামী স্কুল হওয়া যাবে না। শহরের অলিগলিতে যেসব স্কুল রয়েছে তার সবগুলিই খারাপ নয়। কিছু স্কুলে চেষ্টা আছে। সাহায্য-সহযোগিতা পেলে হয়ত স্কুলগুলি দাঁড়িয়ে যেত। কিন্তু সে সুযোগ এরা পায় না। নামকরা স্কুলের মোহ ভঙ্গ হয় না সহজে। এই অবস্থাকে পুঁজি করে কিছু সংখ্যক স্কুল ব্যবসাও করছে চুটিয়ে, যা আসলে অবৈধ ব্যবসারই নামান্তর।

রাজধানীর স্কুলে ভর্তি সমস্যা দূর করার জন্য সরকার বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। স্কুলগুলিতে দুই শিফট চালু হবে, শাখা সম্প্রসারিত হবে, আসন সংখ্যা বাড়বে ইত্যাদি। সবই ভাল ব্যবস্থা। এই সঙ্গে আমরা বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষায় মানে একটা সমতা আনার ওপর গুরুত্ব দেবার কথা বলব। লেখাপড়া ভাল হয় এমন স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রয়োজন। স্কুল তো আছে—সেখানে লেখাপড়া যাতে সঠিকভাবে ও সঠিক মানে চালু থাকে সেটা দেখতে হবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা গ্রামের স্কুলগুলিতে বিরাজমান শিক্ষার নিম্নমানের প্রতি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। শহরের স্কুলগুলিতে যা কিছু হোক, লেখাপড়ার জানাশোনার একটা সুযোগ আছে। গ্রামে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা না গেলে গ্রামের স্কুল অন্ধকারেই পড়ে থাকবে। ভর্তি সমস্যার আসল রূপ বিশ্লেষণ করে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।